দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 17 APR 2004 ...
পৃষ্ঠা ... ২

২ জনকণ্ঠ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়া রোধে প্রাইমারী স্কুলের সময়সূচী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত

আহমেদ দীপু

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়া রোধ এবং কিন্ডারগার্টেনগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সরকার দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়সূচী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্কুলের কার্যকাল ঠিক রেখে (মার্চ থেকে নবেম্বর পর্যন্ত) সকাল সাড়ে সাতটা-সোয়া দু'টা পর্যন্ত এবং শীতকালীন তিন মাস (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি) সকাল আটটা হতে বেলা পৌনে তিনটা পর্যন্ত সময়সূচী নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী জুলাই থেকে এই সময় পর্যায়ক্রমে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কার্যকর করা হবে। বুধবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত 'বিদ্যালয়ের কার্যকাল ঠিক রেখে সময়সূচী পরিবর্তন' সংক্রান্ত সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বর্তমানে যে নির্ধারিত সময়সূচী রয়েছে তা নানা কারণে মানসম্মত নয়। শিক্ষার্থীদের বয়স এবং দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে এই সময়সূচী নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কোনভাবেই কমানো যাচ্ছে না। এছাড়া শহর বা মহানগরীগুলোতে গড়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার ক্ষেত্রেও অন্যতম বাধা বর্তমান সময়সূচী। বর্তমান সময়সূচীর কারণে অনেক ছাত্রছাত্রী দুপুরে বিরতির সময় বাসায় এসে আর স্কুলে যেতে চায় না। এছাড়া দরিদ্র পিতামাতার স্কুলগামী সন্তানরা অবসরে নিজ বাড়িতে নানা ধরনের কাজে যোগান দিয়ে থাকে। কিন্তু বিদ্যমান সময়সূচীর কারণে তাদের পক্ষে যোগান দেয়ার কাজ কোনভাবেই করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অসহায় বাবা-মা বাধ্য হয়ে তাদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। তাৎক্ষণিকভাবে উপার্জনকারী কোন কাজে লাগিয়ে দেন। মূলত এ কারণেই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে সবাইকে শিক্ষিত করে তোলার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা কোনভাবেই অর্জন করা সম্ভব নয়। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সরকার বর্তমান সময়সূচী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটা ঢাকা মহানগরী এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য করার কথা। তবে আগামী জুলাই থেকে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুনভাবে নির্ধারিত সময়সূচী কার্যকর করা হবে।

গতকাল অনুষ্ঠিত বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সময়সূচী হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য (শনি-বুধবার) সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বেলা সোয়া একটা পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে বারোটা। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য (শনি-বুধবার) সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বিকাল সোয়া চারটা এবং বৃহস্পতিবার সাড়ে ন'টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত। দুই শিফটবিশিষ্ট স্কুলে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য (শনি-বৃহস্পতি) সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বারোটা এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ক্ষেত্রে (শনি-বুধবার) সোয়া বারোটা থেকে বিকাল সোয়া চারটা আর বৃহস্পতিবার সোয়া বারোটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়া সকল স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ে সকাল সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সময়সূচী রয়েছে। এই সময়সূচী কিভাবে পুনর্নির্ধারণ করা যায় সে বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক এ এম মোসাদ্দেকুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছিল। কমিটি এক মাসের মধ্যে তাদের সুপারিশ পেশ করেছে। কমিটি এ বিষয়ে সুপারিশ করার আগে কেন বর্তমান সময়সূচী পরিবর্তন করা জরুরী সে বিষয়ে নানা দিক তুলে ধরেছে।